নাকের হাড় বাঁকা– সবক্ষেত্রে অপারেশন নয়

ডা: কুণাল ভট্টাচার্য

এম.ডি (হোমিও)

ডা: কুণাল ভট্টাচার্য এম.ডি (হোম)-সাইক্রিয়াট্রি, পি জি ডি এইচ এম, সি পি আর টি, প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। তিনি নেপাল, ভারত এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন হোমিওপ্যাথিক কলেজে সুনামের সঙ্গে অধ্যাপনা করছেন। হোমিওপ্যাথিতে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ হোমিওপ্যাথি থেকে পেয়েছেন 'ফেলো অব হোমিওপ্যাথি' এবং বঙ্গশিরোমণি অন্যান্য সম্মান সহ বহু পুরস্কার। বর্তমানে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীন স্বাস্থ্য আধিকারীক (আয়ুষ) হিসেবে কর্মরত। তাঁর সঙ্গে

যোগাযোগ:– **'নিদান'** (ফাউন্ডেশন ফর ক্ল্যাসিকাল হোমিওপ্যাথি), ঘটকপাড়া, মণিরামপুর, ব্যারাকপুর, কলকাতা-৭০০১২০,

ফোন: ৯০৩৮৯৮১৯৪০/৯৮৩১৪২১৬৯৬,

ই-মেল: drkunalbom@gmail.com

আমরা অনেক সময় এমন কিছু অসুখ-বিসুখে ভুগি যেগুলি শুধু ওষুধে ঠিক হয় না-অস্ত্রোপ্রচার করতে হয়। আবার পাশাপাশি আরেকটি তথ্যও জেনে রাখতে হবে, যে টিউমার, অর্শ, ফিসচুলা, পলিপ ইত্যাদি এমন কিছু অসুখ আছে-যেগুলির জন্য সাধারণভাবে অস্ত্রোপচারের বিধান দেওয়া হলেও দেখা গেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অসুখগুলো হোমিওপ্যাথিক ঔষধে আরোগ্য করা যায় এবং সবক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় না। এই রকমই একটি অসুখ হল নাকের হাড় বাঁকা (ডেভিয়েটেড নেসাল-সেপটাম বা সংক্ষেপে ডি.এন.এস.)।

নাকের হাড় কেন বেঁকে যায়?

নাকের হাড় বাঁকার মূল কারণ প্রধানত: তিনটি-

(১) জন্মগত, (২) আঘাত, (৩) কিছু অসুখ।

(১) জন্মগত কারণ: শতকরা ১০ ভাগ ক্ষেত্রে জন্মগত ভাবে নাকের হাড় বাঁকা থাকে। প্রেগনেন্সির দ্বিতীয় পর্বে মায়ের পেটে বাচ্চা ত্রুটিপূর্ণ অবস্থায় থাকলে জন্মগতভাবে বাচ্চার নাকের হাড় বেঁকে যায়। আবার ফরসেপ বা নর্মাল ডেলিভারির সময় অতিরিক্ত চাপ পড়লে নাকের হাড় বেঁকে যেতে পারে।

(২) আঘাতজনিত কারণ: নাকের মধ্যবর্তী দেওয়ালটি হাড় ও কার্টিলেজ নিয়ে গঠিত। কোনও আঘাতের ফলে ওই হাড় বা কার্টিলেজ ভেঙে গেলে এবং সেই অবস্থায় ঠিকমতো চিকিৎসা না করালে ওই ভাঙা হাড় ও কার্টিলেজ বাঁকাভাবে জুড়ে যায়। মারামারির সময় নাকে ঘুষি লেগে অথবা পড়ে গিয়ে বা অন্য কোনও দুর্ঘটনার জন্য নাকের হাড়ে আঘাত লাগতে পারে।

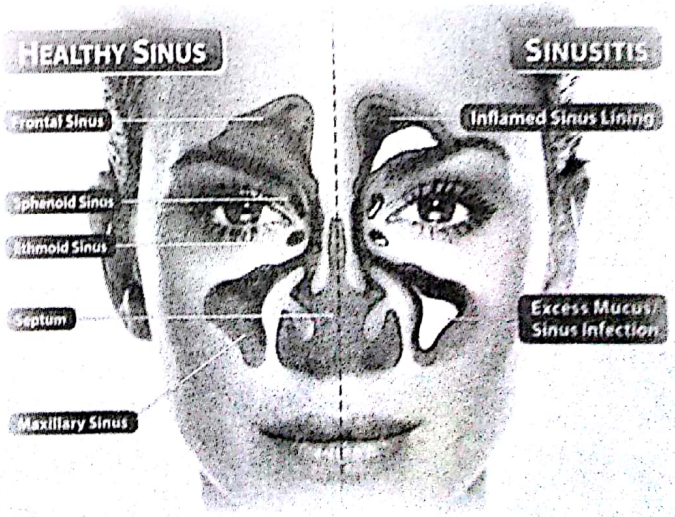

Scanned by CamScanner

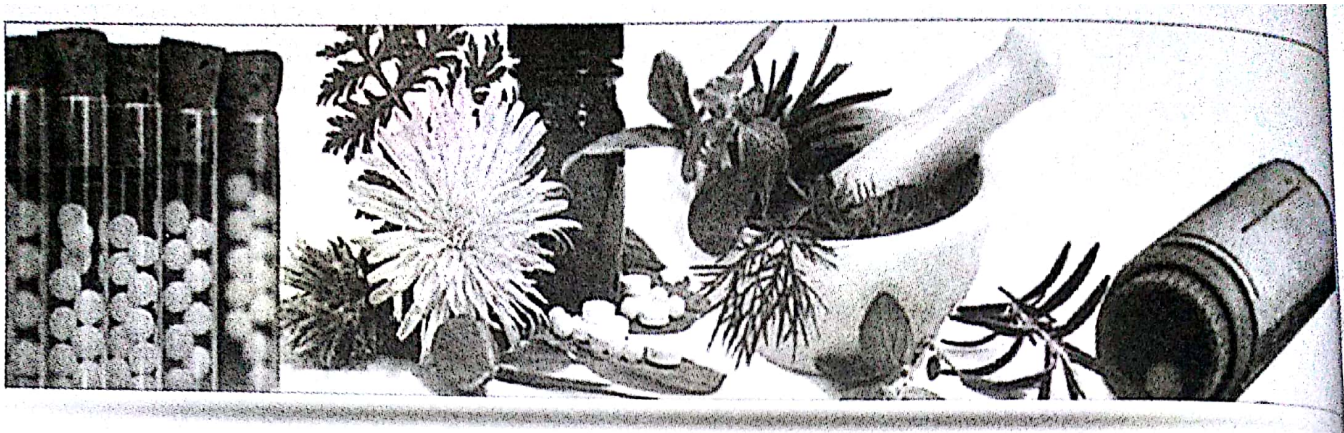

(৩) অসুখের কারণে: দুটি নাকের মধ্যে একটি নাকে যদি পলিপ বা টিউমার থাকে, তাহলে সেটি প্রেসার দিয়ে নাকের মাঝের হাড়কে উল্টো দিকে বাঁকিয়ে দেয়।

নাকের হাড় বাঁকা থাকলে কী কী সমস্যা হয়:

সব সময়ে একদিকের নাক বন্ধ থাকা প্রধান উপসর্গ। বায়ু চলাচল ঠিকমতো না হওয়ায় নাকের ভিতরে সিলিয়ারী মিউকাস মেমব্রেন শুকিয়ে গিয়ে ক্ষত তৈরি হয়। ফলে প্রাথমিক অবস্থায় নাকে গন্ধ না পাওয়া, ঘনঘন সর্দি ও হাঁচি হয়। ক্ষত বেশি হলে যখন তখন নাক থেকে রক্ত পড়ে।

এছাড়াও নাকের দুপাশ সমানভাবে বাতাস প্রবেশ করতে না পারায় নাকের দুদিকের সাইনাসে একটা নেগেটিভ প্রেসার তৈরি হয়। তাই নাকের হাড় বাঁকা থাকলে সাইনুসাইটিস এবং সাইউনুসটিসের জন্য মাথাব্যথা, নাকের প্রদাহ, কানে ব্যথা ইত্যাদি দেখা যায়।

ঘুমের সময় নাক ডাকাও এই রোগের আর একটি লক্ষণ।

চিকিৎসা

প্রতিটি মানুষের দৈহিক ও মানসিক সহনশক্তি আলাদা। তাই কার হাড় কতটা বাঁকলে সমস্যা হবে তা বলা খুব মুশকিল। সমস্যা বিশেষ না থাকলে চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। তবে বেশি সমস্যা হলে রোগ পুষে না রেখে অবশ্যই চিকিৎসা করাতে হবে।

জন্মগত ও আঘাতজনিত কারণে নাকের হাড় বেঁকে গিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হলে অপারেশন করানো উচিত। তাৎক্ষণিকভাবে সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, ১৮ বছর বয়সের আগে সাধারণত এই রোগের জন্য সার্জারি করা হয় না। (আঘাতজনিত কারণ ছাড়া) কেন না আমাদের মুখের হাড়ের গঠন যেহেতু ১৮ বছর বয়সে সম্পূর্ণ হয়, তাই ১৮ বছরের আগে সার্জারি করালে নাকের হাড় আবার বাঁকতে পারে।

রোগের জন্য অর্থাৎ পলিপ বা টিউমারের জন্য নাকের হাড় বেঁকে গেলে হোমিওপ্যাথির মাধ্যমে এর স্থায়ী সমাধান সম্ভব।

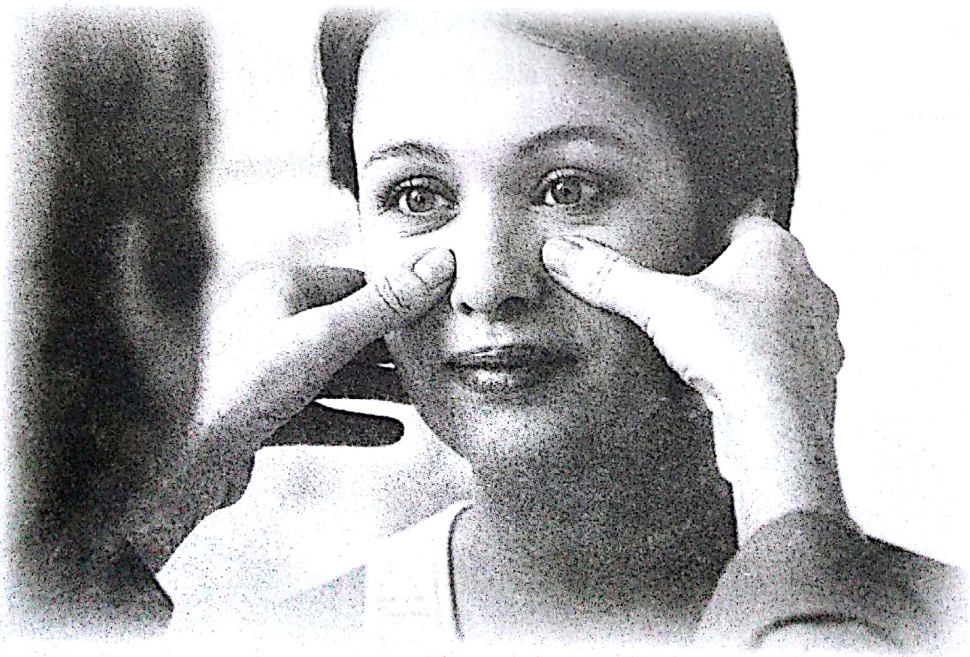

নাকের পলিপের অন্যতম কারণ হল অ্যালার্জি। অ্যালার্জি সারাতেও হোমিওপ্যাথি অদ্বিতীয়। তাই এই সব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ হোমিইপ্যাথিক চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে সম্ভবত সার্জারি করানোর প্রয়োজন হয় না। লক্ষণ অনুসারে থুজা, ক্যালি, নাইট্রিকাম, লেমনা, মাইনর, কর‍্যাঙ্কেরিয়া কার্ব, কস্টিকাম, টিউক্রিয়াম প্রভৃতি ওষুধ ব্যবহার করা হয়। তবে সব ক্ষেত্রেই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

Scanned by CamScanner